আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১০

‘সম-অধিকার ও সম-সুযোগের নীতি, নিশ্চিত করবে জাতির অগ্রগতি’

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। **‘সম-অধিকার ও সম-সুযোগের নীতি, নিশ্চিত করবে জাতির অগ্রগতি’ –** এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি দিবসটি। প্রতিবারের তুলনায় এবারের আয়োজন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিশ্বজুড়ে এবার দিবসটির শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল চেতনা নিহিত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের মধ্যে, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে, নিউইয়র্কের একটি সুঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের জ্বলন্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সেদিনের নারী শ্রমিকদের বঞ্চনা যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না, তেমনি সেদিনের বিদ্রোহও ছিল না কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ। সেদিন নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা সম-বেতন, কাজের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ ও কর্মক্ষেত্রে সম-সুযোগের দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। মালিক শ্রেণীর অমানবিক নির্যাতন স্তব্ধ করতে পারেনি তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে। বরং নির্যাতিত নারী শ্রমিকদের সেই দুঃসাহসি প্রতিবাদই আজ হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের নিরন্তর প্রেরণার উৎস।

পরবর্তীতে নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন ও সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উচ্চকিত অঙ্গীকার ঘোষণা করাই এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য।

নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ ও সম-অধিকার ও সম-সুযোগের কথা উল্লেখ রয়েছে সিডো, সিডো অপ্‌শনাল প্রটকল, বেইজিং ঘোষণা, পিএফএসহ সকল মানবাধিকার সনদে। বাংলাদেশও এসব ঘোষণার অংশীদার। এছাড়া নারীর প্রতি সম-সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গিকারও বটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আন্তর্জাতিক সনদ ও সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য প্রতিশ্রুতি অদ্যাবধি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। বরং শ্রেণীবিন্যাসে বিত্তবান, বিত্তহীন সকল নারীই বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন আঙ্গিকে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার। আমাদের দেশে বহুমাত্রিক নারী নির্যাতনের একটি হচ্ছে এসিড সহিংসতা। উল্লেখ্য এ যাবৎ ১৫৬১ জন নারী এবং ৫৭৩ জন কন্যাশিশু এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এ সকল ঘটনার অধিকাংশই জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে, যদিও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নামমাত্র। (তথ্যসূত্র : এএসএফ)

টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা। অথচ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র নারীরা এখনো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরী এখনো অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে অনেক কম। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সর্বশেষ রিপোর্ট মোতাবেক, বিশ্বে এখনো পুরুষের চেয়ে নারী ১৬ ভাগ পারিশ্রমিক কম পায়। অপর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে নারীরা কাজ করছে শতকরা ৬৫ ভাগ, অথচ নারীর আয় শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। অন্যদিকে নারী-পুরুষ সংখ্যানুপাতে প্রায় সমান হলেও পৃথিবীর মোট সম্পদের ১০০ ভাগের মাত্র ১ ভাগের মালিক নারী। নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যেরও কোনো পরিমাপ করা হয় না। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে এখনো স্বীকার ও যথাযথভাবে হিসাব করা হয় না। নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানের রূপ আরও ভয়াবহ। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি দুই জনের মধ্যে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং শতকরা ৬০ জন নারী এই নির্যাতনের ব্যাপারে নীরব থাকে।

উপরিউক্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যুগ যুগ ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এভাবে চলতে থাকলে নারী মুক্তির স্বপ্ন রয়ে যাবে সুদূরপরাহত। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর সম-অংশীদারিত্ব ও সম-সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা চাই

- এসিডসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক;
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক;
- নারীর প্রতি সহিংসতাকে ব্যক্তিগত ও স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হোক;
- নারী নীতি, ২০০৭ যুগপোযোগী করে পুনর্বহাল করা হোক;
- সম্পদ ও সম্পত্তিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করা হোক;
- প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন ও আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ এবং যৌতুক গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক;
- উত্যক্তকারী সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায় দ্রুত আইনে পরিণত করা হোক;
- নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক;

আসুন, ৮ মার্চের প্রেরণাকে আমাদের চেতনা ও কর্মে ধারণ করি।

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন